প্রথম আলো

তারিখ ... 30 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ৪ ...

বুয়েট বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার চেয়ে রিট

মন্ত্রণালয় ও শিক্ষকদের পৃথক সভা আজ

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অনির্ধারিত ছুটি ও চলমান আন্দোলন নিয়ে গতকাল রোববার হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করা হয়েছে। এতে বুয়েট বন্ধের আদেশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহারের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আবেদনে বুয়েটের ঘটনা তদন্তে সাত দিনের মধ্যে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করতে শিক্ষাসচিবের প্রতি নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

এদিকে, বর্তমান উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলাম ও সহ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানের অপসারণের দাবিতে বুয়েটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। গতকালও তাঁরা দুই ঘণ্টার অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। আজ সোমবার শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় স্থগিত করা গণপদত্যাগসহ আন্দোলনের পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে। গতকাল সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ আতাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ৪১৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৬৬ জনই গণপদত্যাগের জন্য সই করেছেন। তবে পদত্যাগের বিষয়টি এখন পর্যন্ত স্থগিতই আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বুয়েট সংকট নিয়ে আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

বুয়েট বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার চেয়ে রিট

শেষ পৃষ্ঠার পর

আদালতে রিট আবেদন : গতকাল সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. ইউনুস আলী আকন্দ হাইকোর্টে জনস্বার্থবিষয়ক রিট আবেদনে বুয়েট বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের নির্দেশনা চান। আজ সোমবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলমের বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হতে পারে বলে জানিয়েছেন আবেদনকারী আইনজীবী।

আবেদনে শিক্ষাসচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার, বুয়েটের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ আটজনকে বিবাদী করা হয়।

রিট আবেদনে রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা ও সম্মান প্রথম বর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিবাদীদের প্রতি নির্দেশনার আরজি জানানো হয়েছে।

ইউনুস আলী আকন্দ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বর্ষাকালে বুয়েটে ৪৪ দিনের গ্রীষ্মের ছুটি দেওয়া হয়েছে। অথচ বুয়েটে গ্রীষ্মকালীন কোনো ছুটি নেই। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বুয়েটে এখনো ভর্তির বিষয়ে কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া ধর্মঘটের কারণে অনেক শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে ও সেশনজট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা আছে।'

বুয়েটের উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে গত ১১ জুলাই থেকে বুয়েটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লাগাতার আন্দোলন করে আসছেন। এর আগেও তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করেন।